TextileToday
Weekly e-Tabloid

মসলিন
বস্ত্র,পার্মেন্টস ও ফ্যাশন শিল্পের দর্পণ

রেজি নং১২৫/২০১২ সপ্তাহ ৪৯ (০৫ ডিসেম্বর- ১১ ডিসেম্বর), পাতা: ৪
www.muslin.com.bd

‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে ১৫টি বস্ত্র ও তৈরি পোষাক কারখানাকে ‘গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ প্রদান

সৈয়দ আব্দুল্লাহ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে ১৫টি লিড সনদপ্রাপ্ত বস্ত্র ও তৈরি পোষাক কারখানাকে ‘গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০ প্রদান করেছে। ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী উপস্থিত ছিলেন। অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান সভাপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মনোনীত ১৫টি বস্ত্র ও তৈরি পোষাক কারখানার প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত পোশাক কারখানাগুলো হলো- রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড, তারাসিমা অ্যাপারেলস লিমিটেড, প্লামি ফ্যাশনস লিমিটেড, মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ডিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিমিটেড, এআর জিস প্রডিউসার লিমিটেড, কারওনি নিট কম্পোজিট লিমিটেড, ডিজাইনার বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিজাইনার ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেড (কেনপার্ক ইউনিট ২), গ্রীন টেক্সটাইল লিমিটেড (ইউনিট-৩), ফোর এইচ ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং লিমিটেড, উইজডম অ্যাটায়ারস লিমিটেড, মাহমুদা অ্যাটায়ারস লিমিটেড, স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড এবং অকো-টেক্স লিমিটেড।

প্রধানমন্ত্রী অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত মালিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, “মালিকদের সবসময় মনে রাখতে হবে; এই শ্রমিকরা শ্রম দিয়েই তাদের কারখানা চালু রাখে এবং অর্থ উপার্জনের পথ করে দেয়। সেইসাথে শ্রমিকদের এই

১৫টি বস্ত্র ও তৈরি পোষাক কারখানাকে গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ প্রদান

কথাটা মনে রাখতে হবে যে, এই কারখানাগুলো আছে বলেই তারা কাজ করে খেতে পারছেন; তাদের পরিবার প্রতিপালন বা নিজেরা আর্থিকভাবে উপার্জন করতে পারছেন। কাজেই, কারখানা যদি না চলে তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে।”

বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান পুরস্কার জয়ের জন্য কারখানাগুলোকে অভিনন্দন জানান এবং কার্বন নিঃসরণ ও বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করেন এবং একটি সুস্থ ও টেকসই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেন।

ইয়ার্নের দামের উর্ধগতি নিয়ে চিন্তিত আরএমজি নির্মাতারা

রাহবার হোসেন

সুতার দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশী তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানিকারকরা এখন উৎপাদন খরচ সুরক্ষিত করার জন্য লড়াই করছে।

আরএমজি মালিকেরা জানান, জুলাই-আগস্ট মাসে অর্ডার পাওয়ার সময় তারা কখনো ভাবেনি যে সুতার দাম এতটা বাড়বে। এবং দামি ইয়ার্ন অনেক পোশাক প্রস্তুতকারকদের লোকসানের দিকে নিয়ে যাবে কারণ রপ্তানি আদেশগুলি শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতায় পরিণত হবে।

চলতি বছরের শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক তুলার দাম বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে সুতা ও কাপড়ের দাম। সর্বশেষ ইউএস কমোডিটি ইনডেক্স প্রতি পাউন্ড ডেটা দেখায় যে ৩ ডিসেম্বর - তুলার দাম $১.১০ ছিল যা $১.২০ ছিল ৯ নভেম্বর এ।

যদিও, অনেক পোশাক প্রস্তুতকারক বলেছেন যে তারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি কেজি ইয়ার্ন $৫-$৫.১০ দরে কিনছেন।

তারা আরও উল্লেখ করেছে যে তারা এখন অন্যান্য কাঁচামাল যেমন ডাইস, রাসায়নিক এবং এক্সেসরিজ এর জন্য ও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছেন।

নভেম্বরে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় বড় প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে

মুসলিন প্রতিবেদক

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে $১৫.৮৫ বিলিয়ন আয় করেছে। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৩০% বেশি ছিল।

তৈরি পোশাক এর দুইটি সাব-সেক্টর (নিটওয়্যার এবং ওভেন) এর রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে $৮.৯৮ বিলিয়ন ও $৬.৮৭ বিলিয়ন।

নিটওয়্যার খাতের রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫.৯১% বেশি ছিল।

পাশাপাশি, ওভেন খাতের রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫.৩% বেশি ছিল।

২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে হোম টেক্সটাইল খাত রপ্তানি করেছে $০.৫৬ বিলিয়ন। অন্যদিকে বিশেষায়িত টেক্সটাইল খাত রপ্তানি করেছে $০.০১৭ বিলিয়ন। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩১.৪৫% বেশি।

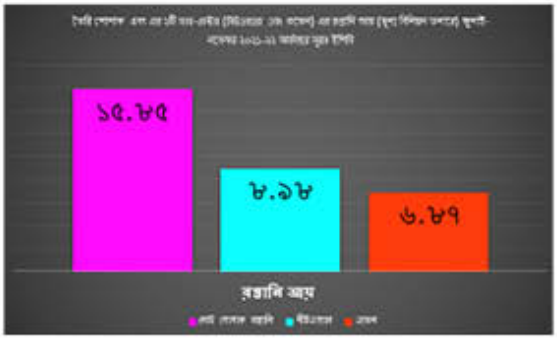

বিজিএমইএ ফোরাম পর্ষদের নতুন পার্টি প্রেসিডেন্ট এবং প্যানেল লিডার ঘোষণা

সৈয়দ আব্দুল্লাহ

বিজিএমইএ ফোরাম পর্ষদ নতুন পার্টি প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তি নির্বাচনের প্যানেল লিডার ঘোষণা করেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সেনামালঞ্চে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ঘোষণা করেন পার্টি নেতৃবৃন্দ।

"বিজয়ের মাসে হেমন্ত আড্ডা" শিরোনামে এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ বিজিএমইএ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা অনেকটা চমকের মত ছিল আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে।

আড্ডা, গান এবং মেজবানে ব্যস্ত অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বর্তমান ফোরাম পর্ষদ প্রেসিডেন্ট আনোয়ার-উল আলম চৌধুরি পারভেজ নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে এশিয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আব্দুস সালামকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর প্রাক্তন সভাপতি আনিসুর রহমান সিনহা, ড. রুবানা হক সহ ফোরামের সকল সিনিয়র নেতা মঞ্চে আসেন এবং একসঙ্গে নতুন প্যানেল লিডার (আগামী নির্বাচনে বিজিএমইএ-র সভাপতি পদপ্রার্থী) হিসাবে ফয়সাল সামাদের নাম ঘোষণা করেন। উপস্থিত প্রায় ১০০০ সদস্য এসময় মুহুর্মুহু করতালি এবং উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেন।

স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনের আলোকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফোরাম পর্ষদ। পোশাক শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন আমন্ত্রিতরা। এ আয়োজনে স্বাধীনতার গান গেয়ে শোনান বাপ্পা মজুমদার এবং দলছুট, মূল আকর্ষণ হিসেবে গান গেয়ে চমকিত করেছেন বিজিএমইএ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট আনিসুর রাহমান সিনহা।

উল্লেখ্য, নবঘোষিত পার্টি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুস সালাম এশিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি তিনি বিজিএমইএ-র পরিচালক হিসেবে আট মেয়াদে ও প্রথম সহ-সভাপতি হিসেবে চার মেয়াদে দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠন ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাঁর ভূমিকা লক্ষণীয়।

সর্বোপরি ফোরাম পর্ষদের পরবর্তি প্যানেল লিডার ফয়সাল সামাদ সাভারটেক্স গ্রুপ এবং সুরমা গার্মেন্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তার ব্যবসায়িক গ্রুপ নিট কম্পোজিট, হোসিয়ারি এবং ইন্সুরেন্স সহ নানাবিধ ব্যবসা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফয়সাল সামাদ ২৫ বছর বিজিএমইএ-র সাথে সম্পৃক্ত আছেন, প্রাক্তন বিজিএমইএ সভাপতি এবং ঢাকার জনপ্রিয় মেয়র প্রয়াত আনিসুল হক এর সময় তিনি বিজিএমইএ-র ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ভিপি ফিনান্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জনাব আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ বিজিএমইএ সভাপতি থাকা অবস্থায় তিনি সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এবং সাম্প্রতিক কালে ড. রুবানা হক সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে তিনি পুনরায় সিনিয়র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

পরীক্ষিত নেতা হিসাবে জনাব ফয়সাল সামাদ বিজিএমইএ সদস্যদের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম, পোশাক শিল্পে সেবা, সততা, সাহস ও সমৃদ্ধির প্রতীক ফোরাম - বিজিএমইএ-র প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ফয়সাল সামাদের নাম ঘোষণা করে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ এবং উদ্দীপনার জন্ম দিলো।

নতুন প্রেসিডেন্ট এশিয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম

পরবর্তি প্যানেল লিডার ফয়সাল সামাদ

বায়লা মেম্বারস নাইট অনুষ্ঠিত

তৈরি পোশাক খাতের জ্ঞান বিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠবে বায়লা

ইয়াসিন মিয়া

পোশাক খাতের তরুণ প্রজন্মের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইউথ লিডার অ্যাসোসিশন' (বায়লা) আজ ১১ ডিসেম্বর শনিবার "মেম্বারস নাইট" আয়োজন করে। ঢাকার একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংগঠনটির নির্বাহী পরিষদের সদস্যসহ সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো ইন্ডাস্ট্রির চলমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং আসন্ন বছরের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। উপস্থিত সদস্যগণ একমত হয়েছেন যে বায়লাকে একটি জ্ঞান বিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যা প্রতিনিয়ত ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করবে ও নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

বায়লা সভাপতি আবরার হোসেন সায়েম বলেন, "এই ধরনের অনুষ্ঠান বায়লার তরুণ নেতাদের মধ্যে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে। আমরা বিশ্বাস করি তরুণদের মধ্যে বন্ধন অটুট থাকলে জ্ঞানের বিনিময় মসৃণ হয় যার ফলে সামগ্রিকভাবে ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে যায়।"

তিনি আরও বলেন, "বায়লা ইতোমধ্যেই তরুণ নেতৃত্বের কার্যকর বন্ধন তৈরিতে সফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে এবং সামনের দিনগুলোতেও এই ধারা বজায় থাকবে।"

বায়লাকে একটি জ্ঞান বিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলতে উপস্থিত সদস্যগণ একমত হয়েছেন।

বায়লা সাধারণ সম্পাদক আল শাহরিয়ার আহমেদ বলেন, "বায়লা ইতোমধ্যে আসন্ন ২০২২ সালে কীভাবে কাজ করবে সে বিষয়ে একটি রূপরেখা তৈরি করেছে। এই সংগঠনটি কেবলমাত্র তরুণ উদ্যোক্তাদের একত্রিত করে জ্ঞান ভাগাভাগির জন্যই কাজ করছে না, সেই সঙ্গে গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করে যাচ্ছে।"

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের পরামর্শ ও নিজেদের প্রচেষ্টায় এই শিল্পকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।"

কোভিডে প্রান হারানো সদস্যদের জন্য আইটিইটি এর দোয়া মাহফিল

সৈয়দ আব্দুল্লাহ

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনোলজিস্টদের ইনস্টিটিউশন (আইটিইটি) গত ৩ ডিসেম্বর ঢাকার বুটেক্স মিলনায়তনে কোভিড মহামারী চলাকালীন আইটিইটি-এর সকল প্রয়াত সদস্যদের জন্য একটি স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. সেলিম রেজা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইটিইটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। আইটিইটি এর প্রাক্তন সভাপতি, ইঞ্জি. মোজাফফর হোসেন এমপি; প্রকৌশলী মাসুদুর রহমান, সভাপতি আইহবি টেক্সটাইল বিভাগ; আইটিইটির মহাসচিব তালুকদার সাখাওয়াত; ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জি. সাখাওয়াত হোসেন; আইটিইটির কেন্দ্রীয় সদস্য ইঞ্জিনিয়ার তৌহিদুল ইসলাম কাকন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সকলে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় মোনাজাতে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। এবং সম্মানিত অতিথি ইঞ্জি. মোজাফফর হোসেন এমপি তার বক্তব্যে প্রথম প্রজন্মের টেক্সটাইল নেতাদের স্মরণ করেন এবং টেক্সটাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী আন্তঃবন্ধনের কথা তুলে ধরেন।

মোজাফফর হোসেন টেক্সটাইল শিল্পকে এগিয়ে নিতে তরুণ বুটেক্স শিক্ষার্থীদের এই বন্ধন বজায় রাখার আহ্বান জানান।

হোসেন বলেন, "আজকের সফলতা অর্জনের জন্য আমাদের প্রথম প্রজন্মের সংগ্রামের কথা মনে রাখবেন। তারা আরএমজি শিল্পের এই

আইটিইটি বুটেক্স মিলনায়তনে কোভিড মহামারী চলাকালীন আইটিইটি-এর সকল প্রয়াত সদস্যদের জন্য একটি স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে

অবস্থাটি সম্পাদন করতে তাদের আরাম অঞ্চলের বাইরে চলে গেছে। আল্লাহ আমাদের মৃত সদস্যদের জান্নাত নসিব করুন।"

আইটিইটি হল বাংলাদেশের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী টেক্সটাইল পেশাদারদের সংগঠন যার ৩০০০ এরও বেশি সদস্য টেক্সটাইল সেক্টরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে এবং এটি শিল্পকে ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মতিন স্পিনিং মিলস, প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল সিলভার এবং এনভয় টেক্সটাইলস এর 'করপোরেট গভর্নেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্তি

নুরনাহার তানিয়া

স্বচ্ছ করপোরেট গভার্নেন্সের স্বীকৃতি স্বরূপ মতিন স্পিনিং মিলসও প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল (সিলভার) এবং এনভয় টেক্সটাইলস (ব্রোঞ্জ) এর করপোরেট গভর্নেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠান সমূহকে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে করপোরেট ন্যায়পরায়ণতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য এই পুরস্কার প্রদান করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ।

মোজাফফর আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, আইসিএসবি, সভাপতির বক্তব্যে বলেন, "বর্তমান প্রেক্ষাপটে কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু করপোরেট গভর্নেন্স চর্চা অত্যন্ত আবশ্যক। এজন্যে কোম্পানিতে কর্মরত সব ব্যক্তিদের প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন ও সর্বাধিক মূল্যবোধের চর্চা করা।"

ছবি সংগৃহীত

‘গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ পেলো “স্নোটেক্স”

শেখ রাহাত অন্তন, উপ- ব্যবস্থাপক (মিডিয়া ও জনসংযোগ), স্নোটেক্স গ্রুপ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’কে অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল ও স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো ৬ টি সেক্টরের ৩০ প্রতিষ্ঠান/কারখানাকে ‘গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করেছে। তৈরি পোশাক খাতে এ বছর গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ‘স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড’। কয়েকটি মাপকাঠি সামনে রেখে গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে। এগুলো হলো- অপরিহার্য, পরিবেশগত, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই পুরস্কার প্রদান করেন।

নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আরও অধিক পরিমাণে উৎপাদন নিশ্চিত করে, দেশের অর্থনীতির গতিকে বেগবান ও টেকসই করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে ‘গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ প্রবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতিবছর এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

‘স্নোটেক্স’ ২০০০ সালে বায়িং হাউজের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। ২০০৫ সালে নিজেদের প্রথম কারখানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ‘স্নোটেক্স অ্যাপারেলস’।

সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে ‘কাট অ্যান্ড সিউ’ এবং ২০১৪ সালে ‘স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সর্বশেষ ২০২০ সালে ‘স্নোটেক্স স্পোর্টসওয়্যার লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আজকের ‘স্নোটেক্স’ হয়ে উঠেছে চারটি বড় কারখানার একটি প্রতিষ্ঠান রূপে। স্নোটেক্স আউটারওয়্যার গ্রীন ফ্যাক্টরি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে ইউএসজিবিসির লিড গোল্ড সার্টিফিকেটে। এছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে “হেলথ এন্ড সেফটি” অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে স্নোটেক্স। প্রতিষ্ঠানটি এখন ১৮ হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করে যাচ্ছে।

বিজিএমইএ রাশিয়ায় পোশাক রপ্তানি করতে চায়

সোহেল আহমেদ

দেশে আরএমজি এর শীর্ষ সংগঠন, পোশাক শিল্প মালিক ও রপ্তানিকারক সমিতি- বিজিএমইএ রাশিয়ার বাজারে পোশাক রপ্তানি করতে চান।

গত ২ ডিসেম্বর গুলশানের বিজিএমইএ পিআর অফিসে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান ও বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভিকেনতিয়েভিচ মানতিতিস্কি সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সহযোগিতার কথা জানান বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান।

এ সময় বিজিএমইএ সহ-সভাপতি মিরান আলী এবং রুশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আন্তন ভেরেশচাগিন উপস্থিত ছিলেন। তারা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, রাশিয়া একটি সম্ভাবনাময় বাজার। এ বাজারে বাংলাদেশের পোশাক পণ্যের জন্য ব্যাপক চাহিদা আছে। কিন্তু রাশিয়ায় পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় বাধা হচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন এবং শুল্ক জটিলতা।

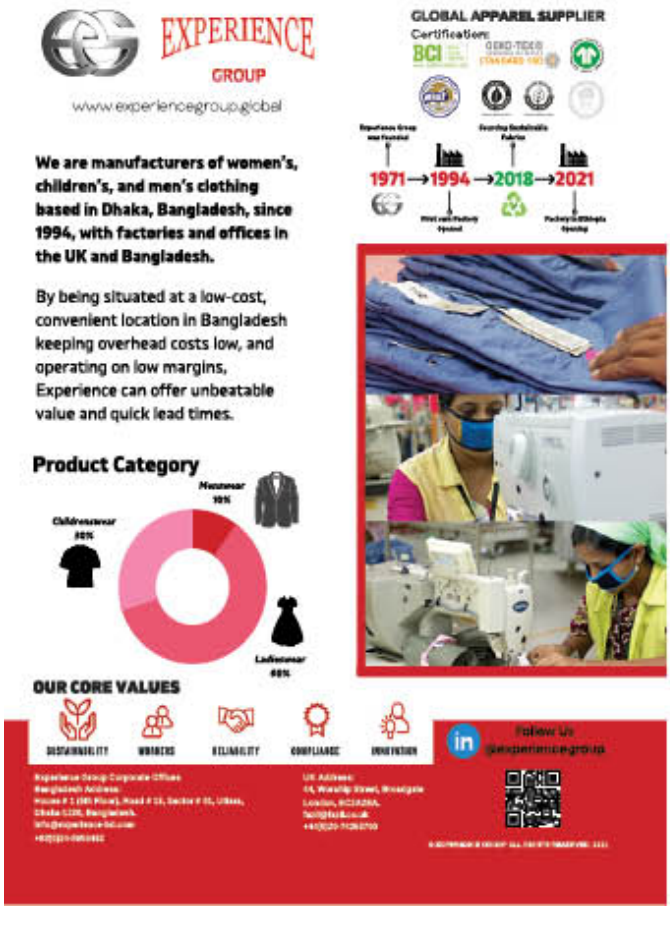

ফারুক হাসান বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এবং রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানির পথ প্রশস্ত করতে রাশিয়া সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাপতি ফারুক হাসান ও সহ-সভাপতি মিরান আলী এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভিকেনতিয়েভিচ মানতিতিস্কি সাক্ষাৎ করেন।

EXPERIENCE GROUP
www.experiencegroup.global

We are manufacturers of women's, children's, and men's clothing based in Dhaka, Bangladesh, since 1994, with factories and offices in the UK and Bangladesh.

By being situated at a low-cost, convenient location in Bangladesh keeping overhead costs low, and operating on low margins, Experience can offer unbeatable value and quick lead times.

GLOBAL APPAREL SUPPLIER
Certification:
1971 → 1994 → 2018 → 2021

Product Category
Menswear 10%
Childrenswear 30%
Ladieswear 60%

OUR CORE VALUES
SUSTAINABILITY
WORKERS
RELIABILITY
COMPLIANCE
INNOVATION

Follow Us
@experiencegroup